সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য প্রতিরোধে প্রথাগত নাগরিকসমাজের করণীয়

FAKE
Propaganda
HOAX
NEWS
DELIBERATE
Social

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)

mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨‡g
KZ_¨ cwZ‡iv‡a c_vMZ bvMwiKmgv‡Ri KiYxq

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)

mvgwRK †hvMv‡hvM gva¨‡g
KZ_¨ cwZ‡iv‡a c_vMZ bvMwiKmgv‡Ri KiYxq

aviYv I MšbÐv
মানবেন্দ্র দেব

m¤úv`bv
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

m¤úv`bv mn‡hvMx
তারিক হোসেন
সিয়াম সারোয়ার জামিল

cKvkKvj
মে ২০২১

cKvkK
Bbw÷wUDU di Gbfvqib‡g›U A¨vÛ †W‡fjc‡g›U (AvBBwW)
১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৫৮১৫২৩৭৩, ৫৮১৫১০৪৮
ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.iedbd.org

g`K
কারপাস
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৪৪৬১২০৯৩, ০১৭১২৭৭০০৪২
ই-মেইলঃ carpasmcbd@gmail.com

Samajik jogajog madhyame kutathya protirodhe prathagata Nagoriksamajer Karanio, A booklet on combating digital disinformation by traditional civil society of Bangladesh.
Published by Institute for Environment and Development (IED), Dhaka

Supported by
The Asia Foundation

cm½K_v

মানুষের মনোগঠন পরিবর্তন করে সমাজ রূপান্তরের জন্য কাজ করে আইইডি। নারী, যুব, জাতিগত-ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং ‘জনউদ্যোগ’-এর মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ সামাজিক জাগরণে সংগঠিত করতে সহযোগিতা করে। ভার্চুয়াল সমাজে তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্ব ও নানামাত্রিক প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্ক ও তথ্যবিনিময়ের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। প্রায় দশ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ও প্রায় চার কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত। এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে মনোজগতের পরিবর্তন ও সক্ষমতা জরুরি।

বহুত্ববাদী, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এদেশে আমরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম-স্তর-লিঙ্গের মানুষ সমাজে মিলেমিশে বাস করি। এটি আমাদের সম্পদ। কিন্তু অনেক সময় নিয়মানুযায়ী ও সঠিকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করে কুতথ্য ছড়িয়ে সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট ও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। ফলে বিভিন্ন স্থানে অযাচিত বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম জানা; কুতথ্য না ছড়ানো ও প্রয়োজনে প্রতিহত করা; সমাজে চিরায়ত সম্প্রীতি রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে জানা বোঝা দরকার। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেওয়া; সুশাসন এবং সকলের সমমর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা জরুরি। আমরা মনে করি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য প্রতিরোধে সচেতনতা ও সক্ষমতা অর্জন এবং দায়িত্বশীল চর্চা করে সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষা করা সম্ভব।

অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধে প্রথাগত নাগরিক সমাজসদস্যদের আরো দায়িত্বশীল করতে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আইইডি **†÷b‡`wbs U¨wWkbvj wmwfj †mvmvBwU (wUwmGm) U KgevU wWwRUvj wWmBbdi‡gkb Bb evsjv‡`k** শিরোনামে যশোর ও ময়মনসিংহে এক বছর ব্যাপী একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজে কুতথ্য প্রতিরোধে সহায়তা করতে নাগরিকদের জন্য এই বুকলেটটি তৈরি করেছি।

এটি প্রস্তুত করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

নুমান আহম্মদ খান
নির্বাহী পরিচালক

Bbw÷wUDU di Gbfvqib‡g›U A¨vÛ †W‡fjc‡g›U (AvBBwW)

সমাজ-উন্নয়নকর্মী, বিশেষত সক্রিয়জনদের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন এবং জন ও পরিবেশ সহায়ক সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে আইইডি ১৯৯৪ থেকে কাজ করছে। সংস্থা সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সৃজনশীল চিন্তা ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগসমূহকে সামাজিক জাগরণে সংগঠিত করতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। যুব, নারী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গঠনমূলক ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়াসকে জনউদ্যোগে রূপান্তর করা। আইইডি জনসম্পৃক্ত থেকে অধিকারমুখী গতিশীল সমাজ রূপান্তরে আস্থাবান। সংস্থার কর্মপরিধি দেশের ৯টি জেলায়।

¯c: গণতান্ত্রিক, প্রতিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ।

Afxó: নেটওয়াকিং, অ্যাডভোকেসি, ক্যাম্পেইন ও কর্মোন্মাদনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতা, জীবনমানের নিরাপত্তা, সুশাসন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এগিয়ে নিতে জনউদ্যোগ উদ্দীপ্ত করা।

mvi gj¨‡eva: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সমতা ও সাম্য, উদ্ভাবন ও গ্রহণোন্মুখতা, যৌথ অংশগ্রহণ ও সংবেদনশীলতা এবং নারী, শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষা

Pjgvb KgmwP I cKímgn

- জনউদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রণোদনা (প্রিপ)
- ইয়ুথ অ্যাজ চেঞ্জ এজেন্ট ফর সোশাল কোহেশন
- স্ট্রেনদেনিং ট্র্যাডিশনাল সিভিল সোসাইটি (টিসিএস) টু কমবাট ডিজিটাল ডিসইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ
- বৈচিত্র্যের জাগরণ
- আদিবাসী শিক্ষার্থী ও যুবদের সক্ষমতা তৈরি
- শিক্ষায় আমার অধিকার প্রচারাভিযান
- জনউদ্যোগে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে প্রণোদনা

†K›` Kvhvjq: যশোর, ময়মনসিংহ ও শেরপুর

RbD‡`¨vM †Rjv: ঢাকা, যশোর, খুলনা, রাজশাহী, নাটোর, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও শেরপুর

†÷b‡`wbs U¨wWkbvj wmwfj †mvmvBwU (wUwmGm) U KgevU wWwRUvj wWmBbdi‡gkb Bb evsjv‡`k (অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধে প্রথাগত নাগরিক সমাজসদস্যদের আরো দায়িত্বশীল করা)

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও নতুন সমাজ বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। গত দশকে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে দেশ। বেড়েছে প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়। দেশ এখন মধ্যআয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে।

এই অগ্রগতির ধারা সর্বস্তরে লক্ষণীয়। উৎপাদনে সক্রিয় কৃষক-শ্রমিক, নারী ও যুবদের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, শিক্ষার হার বেড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানি পৌঁছচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। গণমাধ্যম অনেক বেশি সক্রিয়, মানুষের কাছে নিয়মিত তথ্য যাচ্ছে, স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে, তাদের চলাচল ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও ভিশন ২০২১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার পথে।

সমাজ আর আগের মতো নেই। যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, কর্মসংস্থান এবং গ্রাম ও শহরের মানুষের নানামাত্রিক উদ্যোগ সমাজে অনেক পরিবর্তন এনেছে। মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-আশাকসহ অনেক প্রচলিত রীতিনীতি বদলে যাচ্ছে। আলাপ-আলোচনার ধরন পরিবর্তন হয়েছে, নতুন সামাজিক নেতৃত্বের উত্থান হচ্ছে, নারী ও যুব নাগরিক আগের থেকে অনেক সক্রিয়।

সব থেকে বড় কথা-

- দেশে অনলাইন বিপ্লব ঘটে গেছে।
- নবীন-প্রবীণ, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে সেলফোন ও স্মার্টফোন।
- অনেকের কাছেই আছে কম্পিউটার-ল্যাপটপ।
- অনলাইনে যুক্ত মানুষের সংখ্যাও প্রায় দশ কোটি।
- নিরক্ষর মানুষও এখন এই প্রযুক্তিতে অভ্যস্থ হচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।
- সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগের প্রসার ঘটেছে।
- প্রায় চার কোটি মানুষ সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয়।
- মানুষের কাছে নানামুখি সেবা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছনোর সুযোগ হচ্ছে।

অভীষ্ট ডিজিটাল দেশ এখন আর স্বপ্ন নয়। ফলে নতুন বাস্তবতায় বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নতুন চিন্তা-ভাবনা ও চেতনতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নাগরিক হিসেবে নতুনকে জানা-বোঝা, স্বীকৃতি দেয়া, চর্চা ও দায়িত্বশীল সর্বস্তরে কাজ করা প্রয়োজন।

fvPqvj RMr I bvMwiK‡`i AskMnY

সমাজ নতুন এক বিশ্বের সাথে পরিচিত হচ্ছে। ক্রমশই ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করছে মানুষ। এর ইতিবাচকতা হচ্ছে- যোগাযোগ, প্রযুক্তি, মতপ্রকাশ, জ্ঞান আহরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, উৎপাদন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল বিপ্লব শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অনস্বীকার্য তথ্য-প্রযুক্তির নানামাত্রিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারলেও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে আছি। প্রথমে সমাজ সেল ফোনের জগতে প্রবেশ করে, পরে স্মার্টফোন ও সর্বস্তরে ইন্টারনেট এসে সর্বব্যাপী যোগাযোগ ও সামাজিক যোগাযোগের গতিশীলতা বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে স্বাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-গরিব প্রায় সবাই এর ব্যবহার জানে।

তবে ব্যবহার সংক্রান্ত সঠিক ধারণা ও প্রস্তুতি না থাকায় কোথাও কোথাও কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বিশেষ করে বিষয়, ভাষা, ছবি ও কুতথ্য ব্যবহার সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিনষ্ট করছে।

যে কোনো নতুন নিয়মের মতো ভার্চুয়াল মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ইচ্ছার সাথে সাথে ব্যবহারিক পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন জানাবোঝার সক্ষমতা প্রয়োজন। সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাস্তা পারাপারের নিয়ম মানার মতো ভার্চুয়াল মাধ্যম সম্পর্কে মনোজগতে ইতিবাচক চিন্তা দরকার, একইভাবে এর নিয়ম মেনে চর্চা করা জরুরি।

সমাজ আর আগের মতো নেই, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের পুরোনো ধারণা, সংস্কার ও নিয়মের রূপান্তর জরুরি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময় ও চর্চার মাধ্যমে চিন্তার ইতিবাচক রূপান্তর করা সম্ভব।

আমাদের সমাজে নতুন চিন্তা ও ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের মনোভাব কাজ করে। কেউ তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি ছাড়াই গ্রহণ করে, অন্যরা কিছুটা অপেক্ষা করে। বিশেষ করে প্রবীণরা এক্ষেত্রে নিজের অজান্তে কিছুটা কম সক্রিয়। ফলে প্রবীণ ও নবীনে দুরত্ব এবং বোঝাপড়ার পার্থক্য তৈরি হয়। এ পার্থক্য দূর করতে পরিবার ও সমাজে নিয়মিত আলোচনা ও মতবিনিময় দরকার।

যুবরাই এ যাবত বাংলাদেশে সকল ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোক্তা ও সক্রিয় কর্মী। তারাই ভাষা অন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, আটষট্টি-উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ের গণতন্ত্রের সংগ্রামে অগ্রনায়ক। সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ এবং স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যায় তারাই প্রথমে এগিয়ে আসে ও কাজ করে। যুবরাই নতুন নতুন ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ধারক। আজকের তরুণ-তরুণী-যুবরা আমাদের সমাজের শক্তি। আজো তারা নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিস্কার এবং তথ্যপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে এগিয়ে আছে। খেলাধুলা, বিতর্ক ও গণিতসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তারা সক্রিয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান নিয়ে আসছে।

সহনশীলতার সাথে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাজে সমস্যা সমাধানের জন্য সব থেকে কার্যকর ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। এটা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজসদস্যের চর্চার ব্যাপার। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো- সহনশীলতা, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা এবং দেশের আইনকানুন ও নিয়ম মেনে চলা। গণতন্ত্র একটি মতাদর্শ। গণতন্ত্রে আস্থাশীল হতে হবে, আত্মস্থ ও চর্চা করতে হবে। বহুত্ববাদী, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সমাজে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম-স্তর-লিঙ্গের সমমর্যাদা ও অধিকার এর মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

Strengthening Traditional Civil Society (TCS) to Combat Digital Disinformation in Bangladesh প্রকল্পের কাজসমূহ

- প্রথাগত নাগরিক সমাজ (TCS) দল গঠন
- প্রথাগত নাগরিক সমাজ (TCS) উপদল গঠন
- প্রথাগত নাগরিক সমাজ (TCS) সদস্যদের প্রশিক্ষণ
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী, নারীনেত্রী, ধর্মীয় ও সমাজনেতাদের সাথে কর্মশালা
- জেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের সাথে কর্মশালা
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও ঝরেপড়া তরুণ-তরুণীদের সাথে কর্মশালা
- কমিউনিটি সদস্যদের সাথে প্রথাগত নাগরিক সমাজ (TCS) সদস্যদের সভা
- উচ্চমাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও বিশিষ্টজনদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

mvgwRK †hvMv‡hvM gva¨g (Social Media)

যে ওয়েবসাইট বা এপ্লিকেশন-এর ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারে, অন্যদের সাথে যোগাযোগ কিংবা অনুভূতি আদান প্রদান করতে পারে তাকে সোশ্যাল মিডিয়া বলা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটি তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যম যেখানে এর ব্যবহারকারীরা মিলে ভার্চুয়াল কমিউনিটি বা অনলাইন (কৃত্রিম) সমাজ গড়ে তোলে। সোশ্যাল মিডিয়া মূলত অনলাইন বা ইন্টারনেট সংযোগ নির্ভর হয়ে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলোও বিভিন্ন ধরনের। কোনটি ওযেবসাইট নির্ভর আবার কোনটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নির্ভর। কোনটি শুধু একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার সুবিধা দিয়ে থাকে। আবার কোনটি হয়তবা ভিডিও দেখার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' এর ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও তাদের মুহূর্তগুলোকে একে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে 'ইউটিউব' ভিডিও দেখার সুযোগ করে দেয়। যে ভিডিওগুলো অন্য কোন ইউটিউব ব্যবহারকারীর আপলোড করা।

সোশ্যাল মিডিয়া মানেই অনলাইন কমিউনিটি। অর্থাৎ, কোন অ্যাপ বা ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফরম হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন এর কন্টেন্টগুলো তৈরি বা শেয়ার করবে এর ব্যবহারকারীরাই। যেমন ফেসবুকের প্রতিটা পোস্ট কোন না কোন ইউজার তৈরি করছে। আবার সেটি দেখছে অন্য ইউজাররা। ইউটিউবে এর ব্যবহারকারীরাই ভিডিও আপলোড করছে এবং

তাঁরাই আবার সেগুলো দেখছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মূল কনসেপ্ট হল শেয়ারিং।

ফেসবুক (Facebook) (২০০৪) চালুর পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্যপট পাল্টে যায়। এরপর টুইটার (Twitter) (২০০৬), ইউটিউব (YouTube) (২০০৫), টুইটার হ্যাশট্যাগ (Twiter Hashtag) (২০০৭), ইন্সটাগ্রাম (Instagram) (২০১০), ফেইসবুক লাইভ (Facebook Live) (২০১৬) এর মত আমেরিকান প্ল্যাটফরমগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়। ২০১৬ সালে চীন থেকে চালু হওয়া টিকটক (TikTok) ভিডিও শেয়ারিং সোশ্যাল নেটওয়ার্কের নাম উল্লেখ্য।

KZ_¨

ডিজিটাল ডিজইনফরমেশন (ডিডি) বা কুতথ্য বলতে আমরা বুঝবো অনলাইনে বা ইন্টারনেটে প্রদত্ত এমন সব খবরাখবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ডাটা, ইমেজ, ভিডিও, ফুটেজ বা এজাতীয় কিছু, যেগুলো মিথ্যা, জালিয়াতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। ইউনেস্কোর (UNESCO) মতে ‘কোনো একজন ব্যক্তি, সামাজিক গ্রুপ, সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করার জন্য’ ডিডি তৈরি করা হয়। ডিডির মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাশিলের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ডিডি ভীষণ বিপজ্জনক। কারণ অনেক সময় খুব গুছিয়ে, যথেষ্ঠ মাত্রায় অর্থ ব্যয় করে এবং অটোমেটেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিডিকে শক্তিশালী করে তোলা হয় এবং ছড়িয়ে দেয়া হয়। ডিডি’র ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে মেরুকরণ (polarization) বেড়ে যেতে পারে। মেরুকরণ, বাঁধা ছক, একটি মাত্র আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর সকল সদস্যকে বৈচিত্র্যহীন বাঁধাধরা ছকে (Stereotyping) ফেলা দেয়া হতে পারে। ডিডি’র দৌরাত্মে্য কেবল একটি বর্ণ বা কেবল একটি ধর্ম বা কেবল লিঙ্গীয় পরিচয় বা একটি দল বা অন্য যেকোন একটি আত্মপরিচয়ের (Identity) ভিত্তিতে ‘আমরা’ এবং ‘ওরা’র ধারণা শেকড় গেড়ে বসতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেন, অনেক সময় ক্ষমতাবানরা ইমেজ বাড়ানো বা অন্যদের হেনস্থার জন্য ডিডি’র আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক দল (অবৈধভাবে গঠিত, যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী, উগ্রবাদী, মৌলবাদী ও অন্যান্য) কর্তৃক ক্ষমতাসীনদের কালিমালিপ্ত করা এবং জনগণের সমর্থন লাভের জন্যও ডিডি ব্যবহার হতে পারে।

ডিডি কেবল আন্তঃগোষ্ঠী (Inter-group) অর্থ্যাৎ একটি গোষ্ঠীর সাথে আরেকটি গোষ্ঠীর নয়, বরং আন্তঃগোষ্ঠী (Intra-group) অর্থ্যাৎ এক গোষ্ঠীর ভেতরে বিভিন্ন ধারাগুলোর মধ্যেও বিভাজন প্রকট করতে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরুপ, ইন্টারনেটে এমন অজস্রলেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি, অডিও-ভিডিও পাওয়া যায় যেগুলোতে একই ধর্মের দুটি ধারার (Sect) মধ্যে একটি অপরটির বিরুদ্ধে বা পরষ্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বা ঘৃণা ছড়াচ্ছে।

ডিডি হচ্ছে সম্প্রীতি বিনষ্টকারী : কুতথ্যের কারণে মানুষজনের মধ্যে একটিমাত্র আত্মপরিচয় (Identity) বা একটিমাত্র পক্ষভিত্তিক মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিকে কোনভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক বলা চলে না। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হবার কথা সম্প্রীতির। রাষ্ট্র হবার

কথা ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। জাতিতে-জাতিতে সৌহার্দ্য কাম্য ও যৌক্তিক। ডিডি বহু মানুষের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে শুধু মাত্র নিজ-জাতি, নিজ-বর্ণ, নিজ-ধর্ম, নিজ ধর্মের মধ্যে নিজ-ধারার আলোকে সব কিছুকে বিচার করার প্রবণতা বাড়াচ্ছে।

এর কারণে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয়-জাতিগত-বর্ণগতসহ সকল ধরনের সংখ্যালঘুরা ক্রমশঃ নিরাপত্তাহীন ও প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যমান বাস্তবতার কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক সমাজেই সংখ্যালঘুরা নিজদের মধ্যে খোলস-বন্দী হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মূলধারার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এই প্রবণতা জাতীয় সংহতির জন্য হুমকি। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকারক।

wgmBbdi‡gkb (Misinformation) হচ্ছে বেঠিক বা ভুল তথ্য। এটি হচ্ছে অসত্য তথ্য যা সাধারণত অন্যকে বিভ্রান্ত বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছাড়াই ছড়ায়। কারও-কারও মতে, বেঠিক তথ্যের মধ্যে কখনো কখনো বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। আবার বেঠিক তথ্য কখনো অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, যিনি তথ্যটি প্রচার করছেন তিনি একে সঠিক মনে করছেন। যেমন, একজন কোথাও শুনেছেন যে মোজার ভেতরে রসুন ঢুকিয়ে পায়ে জুতো পরলে ঠাণ্ডা লাগা কমে যায়। এতথ্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আবার এতথ্য বিশ্বাস করলেও তেমন কোন ক্ষতির কারণ নেই।

KUZ_¨ (Mal-information) বা ম্যাল-ইনফরমেশন বলতে এমন তথ্য যার সত্যতা রয়েছে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে খারাপ উদ্দেশ্যে। অর্থ্যাৎ তথ্যটি সত্য হলেও, বিশেষ একটি সময়ে বা কোন স্থানে এ তথ্যটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোন একজন ব্যক্তি, কোন একটি সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করতে পারে।

NY¨ Qov‡bv e³e¨ (Hate Speech) বলতে বোঝায় এমন ধরণের কথা, লেখা বা আচরণ যা একজন ব্যক্তি বা একটি গ্রুপকে তিনি কে বা তারা কারা -এই বিবেচনার ভিত্তিতে মর্যাদাহানিকর বা বৈষম্যমূলকভাবে আক্রমণ করে। অন্যভাবে ধর্ম, জাতিসত্তা, জাতীয়তা, জাতি, বর্ণ, বংশ, লিঙ্গ পরিচয় বা অন্যান্য আত্মপরিচয়ের উপাদানের ভিত্তিতে আক্রমণ করাকে বোঝায়।

KZ_¨ †hfv‡e hvPvB Kiv hvq

মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য উন্মোচন করা সবসময় সহজ কাজ নয়। এজন্য কিছু টুলের ব্যবহার এবং কৌশল জানা থাকতে হয়। যেমন :

১. ছবি কারসাজির জন্য গুগল রিভার্স সার্চ এর মত টুল ব্যবহার করে সহজে ছবি যাচাই করা যায়।

২. কোনো ভিডিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তা আসল নাকি বানোয়াট তা বোঝা যায়। সেই সাথে এর উদ্দেশ্য ও অসঙ্গতিগুলো খুঁজে বের করা যায়।

৩. সত্যের বিকৃত উপস্থাপন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর শিরোনামের দিকে খেয়াল রাখা, স্বীকৃত তথ্যের আকারে মতামত উপস্থাপন করা, বিকৃতি, কাল্পনিক তথ্য ও সত্য এড়িয়ে যাওয়া খুঁটিনাটি জানা যায়।

৪. নকল ও কাল্পনিক বিশেষজ্ঞ, ভুয়া বক্তব্য প্রদানকারীদের পরিচয় ও বক্তব্য যাচাই করা যায়।

৫. সন্দেহজনক সংবাদের ক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়।

৬. কোনো গবেষণার ফলাফল সন্দেহজনক হলে এর গবেষণাপদ্ধতি ও বিকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়। এ বিষয়ে তথ্যের উৎস ও তথ্য প্রদানকারীদের বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

KZ_¨ Kxfv‡e cwZ‡iva Kiv hvq?

নিম্নোক্ত উপায়ে সহজেই কুতথ্য প্রতিরোধ করা যেতে পারে-

১. ভাবাবেগের অপব্যবহার করে উদার, মুক্তমনা, সম্প্রীতিপন্থী স্থানীয় একজন ব্যক্তি বা একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে কুতথ্য ছড়ালে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকসমাজকে সাথে নিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা কুতথ্যের একটি তালিকাও প্রস্তুত করতে পারে।

২. সাধারণত কুতথ্যগুলো সেশ্যাল মিডিয়ার নিউজ ফিডে আর ইনবক্সে মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এখন যারা এসব জায়গায় পোস্ট শেয়ার করে, তারা হয়তো ম্যানুয়ালি ঘণ্টায় ১০ হাজার মানুষের কাছে একটা মেসেজ পাঠাতে পারছে। এখন একই পোস্টের কাউন্টার পোস্ট আমরা ভাইরাল করতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে ঘণ্টায় ১ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব কিছু না। এর মাধ্যমে একটা ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাওয়া যায়।

৩. কুতথ্যের পোস্ট দেখলেই সেটা নিয়ে স্ট্যাটাস না লিখে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা। যখন অনেক মানুষ একসঙ্গে রিপোর্ট করবে তখন অটোমেটিকেলি সোশ্যাল মিডিয়াটির কর্তৃপক্ষ একটা ব্যবস্থা নেবে।

৪. সবশেষ উপায়টি হলো প্রি ভাইরাল অ্যাওয়ারনেস। অর্থাৎ কোনটি কুতথ্য আর কোন ধরনের পোস্ট শেয়ার করা যাবেনা। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা খুব জরুরি।

KZ_¨ cwZ‡iv‡a wUwmGm m`m¨‡`i `wwqZ-KZe¨

১. টিসিএস সদস্যরা তাদের এলাকার তরুণদের সাথে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করণীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের করণীয়গুলো আলাদা-আলাদা চিহ্নিত করে এর একটি তালিকা করবে।

২. টিসিএস সদস্যরা গ্রুপসদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপে তালিকা প্রেরণ করবে। তাদের কাছ থেকে আসা মন্তব্যগুলো সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা করবে।

৩. টিসিএস সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-তরুণী ও শিক্ষার্থীকে কুতথ্য প্রতিরোধ কার্যক্রমে শামিল করবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকসমাজকে সচেতন করবে।

৪. কুতথ্য-বিরোধী ডকুমেন্টারি বা মুভি দেখার ব্যবস্থা করবে।

৫. স্থানীয় গ্রুপ মেম্বাররা তাদের গ্রুপ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবেন। প্রত্যেক গ্রুপ লিডার (অর্থ্যাৎ প্রশিক্ষণার্থী) তার গ্রুপের মেম্বারের আলোচনার প্রেক্ষিতে নিজের মতামতও দেবেন।

৬. গ্রুপ মেম্বার ও গ্রপ লিডাররা কুতথ্য প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মত বিনিময় করবেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গ্রুপের বন্ধন আরো দৃঢ় হবে ও গ্রুপের কার্যক্রম চলমান থাকার সম্ভাবনা বাড়বে।

৭. টিসিএস সদস্যরা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্থানীয় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুতথ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা যতটা সম্ভব বাড়াবে।

৮. এসময় তারা “আমরা” ও “ওরা” কেন্দ্রিক কুতথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে।

৯. গ্রুপ লিডার স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত গ্রুপের সদস্যদের সাথে যোগাযোগে থাকা শিক্ষার্থীদের সাথে মাসের কোন একসময়ে অন্তত একবার একসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসবেন। এক্ষেত্রে গ্রুপ লিডার সক্রিয় ভূমিকা নেবেন এবং ফ্যাসিলিটেটর ও আইইডি স্থানীয় কর্মীরা এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা দেবেন।

Bbw÷wUDU di Gbfvqib‡g›U A¨vÛ †W‡fjc‡g›U (AvBBwW)
১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৮১৫২৩৭৩
৫৮১৫১০৪৮, ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.iedbd.org